ত্রৈমাসিক

টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

প্লট নং-ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.btrc.gov.bd

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]

পৃষ্ঠা-০২
"স্মার্ট বাংলাদেশ" কলাম

পৃষ্ঠা-০৪
শিশুদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট

পৃষ্ঠা-০৪
ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা

পৃষ্ঠা-০৫
EMF Radiation পরিবীক্ষণ

মোবাইল ফোন উৎপাদনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

'মেইড ইন বাংলাদেশ' স্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাবে দেশ

আমদানি নির্ভরতা ও বৈদেশিক মুদ্রা রোধকল্পে দেশের অভ্যন্তরে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট তৈরি, সংযোজন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বিটিআরসি ইতোমধ্যে ১৬টি দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে দেশে বিপুল

পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে এবং দেশের জনগণ স্বল্প মূল্যে ফিচার ফোন ও স্মার্টফোন ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। একই সাথে এ কাজে প্রকৌশলী ও দক্ষ কারিগর তৈরি হচ্ছে। এ পেশার সাথে যুক্ত হয়ে মোবাইল উৎপাদন শিল্প দেশের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে। কতিপয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট বিদেশে রপ্তানি করার পরিকল্পনা করেছে। (বিস্তারিত: পৃ-০২)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের অভ্যন্তরে মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ হতে দেশের নীতি-নির্ধারণের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমনঃ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত, দেশের বার্ষিক বাজেট বিল প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের অভ্যন্তরে অবস্থান করেন।

এছাড়াও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় সংসদে আগত মাননীয় স্পিকার, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আগমন ঘটে। (বাকী অংশ পৃষ্ঠা-৩)

বিটিআরসিতে সাইবার জগতে বাংলা ভাষার সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক দুইদিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) এবং বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম (BIGF) যৌথভাবে ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাইনড নেমস অ্যান্ড নাম্বারস (ICANN) এর সহযোগিতায় গত ২৭ এবং ২৮, মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে দুইদিন ব্যাপী Universal Acceptance Day 2023 উদযাপন করেছে। দিবসটি পালনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের অংশীজনগণ Universal Acceptance বিষয়ে আরও অধিকতর সচেতন ও উৎসাহী হবার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক সম্প্রদায় ও সংস্থাসমূহের সাথে আরও নিবিড় ও সুসংহতভাবে কাজ করার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে (বিস্তারিত: পৃষ্ঠা-০৫)।

ছবিঃ সাইবার জগতে বাংলা ভাষার সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক দুইদিনব্যাপী কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

মোবাইল অপারেটরদের নিকট পাওনা টাকা জনগণের অর্থ, সে অর্থ অপারেটরদেরকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে: বিটিআরসি

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক দেশের তিন মোবাইল অপারেটরকে বিভিন্ন ফি ও মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের আদেশ বিষয়ে বিটিআরসি এর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে । গত ১৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ কমিশনের প্রধান সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিটিআরসি'র ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী জনাব মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ। তিনি জানান, সরকারের অর্থ মানে সাধারণ মানুষের টাকা, সে টাকা অবশ্যই অপারেটরদেরকে দিতে হবে। বিটিআরসি জনগণের অর্থ আদায়ে বদ্ধ পরিকর।

সংবাদ সম্মেলনে মামলার আদ্যোপান্ত তুলে ধরেন লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের কমিশনার আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন। তিনি বলেন, মোবাইল অপারেটররা বিটিআরসির পাওনা বাবদ প্রকৃত টাকা প্রদান না করে ১৫% ভ্যাট আকারে অন্তর্ভূক্ত করে (যেমন- ১০০ টাকা মূল টাকা হলে বিটিআরসিকে দিয়েছিল ৮৫ টাকা অর্থাৎ বাকী ১৫ টাকা ভ্যাট হিসেবে প্রদর্শন করেছিল) প্রদান করেছিল। সংবাদ সম্মেলনে বিটিআরসি'র অন্যান্য উধ্বর্তন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান উপদেষ্টার কথা

ডিজিটাল বাংলাদেশের পর এবার ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ হবে প্রযুক্তি নির্ভর, সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবনীর বাংলাদেশ। পরিবর্তিত প্রযুক্তির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে প্রতিনিয়ত সংযোজিত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। গ্রাহকের জন্য মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রযুক্তিবান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিতের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিটিআরসি। বিগত সময়ের ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ) এ বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি, কর্মসূচি, অর্জন, সফলতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বলিত "ত্রৈমাসিক টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা" প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। টেলিযোগাযোগ খাতের মূল্যবান তথ্যসম্বলিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি প্রকাশনায় যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। একই সাথে আমি আশা করি, কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবেন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন।

জয় বাংলা।

শ্যাম সুন্দর সিকদার
চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), বিটিআরসি।

প্লট নং-ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। www.btrc.gov.bd [হেল্পলাইন-১০০]

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]

ত্রৈমাসিক
টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা

সম্পাদকীয়

স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন টেকসই টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো

২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য পুত্র ও আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় কাজ করে যাচ্ছে বিটিআরসি।

প্রতিনিয়ত সুলভে নব নব প্রযুক্তি প্রচলনের মাধ্যমে কমিশন দেশের মানুষকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে সংযুক্ত করে চলছে। গ্রাহকের জন্য নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে আওতাধীন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কার্যক্রম ত্বরান্বিত করছে কমিশন। বৈশ্বিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমূহের সাথে ক্রমাগত আলোচনা ও ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন, সরকারি/বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহে মান সম্পন্ন সেবা নিশ্চিতকরণ,সাশ্রয়ীদামে স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার, অপারেটর ও লাইসেন্সিদের কার্যক্রম প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ, অনলাইন বেটিং সাইট বন্ধকরণ এবং একই সাথে সাইবার জগতে তরুণ প্রজন্মের নির্বিঘ্ন প্রদচারণা ও সচেতনাতায় কর্মশালা আয়োজন, অবৈধ টেলিযোগাযোগ আমদানি ও সরবরাহ রোধে অভিযান পরিচালনা, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন, দুর্যোগকালীন জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে সিস্টেম স্থাপন, টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি থেকে নিঃসৃত রেডিয়েশন পর্যবেক্ষণ, তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা পরিমাপ ও তা নিরসনে কার্যক্রমগ্রহণ, বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স প্রদান ও সংশ্লিষ্ট আইনগত বিষয়ে প্রদক্ষেপ গ্রহণ, সরকারের পক্ষে রাজস্ব আহরণসহ গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ছিল বিগত ত্রৈমাসিকে বিটিআরসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

দুর্যোগকালীন জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে সিস্টেম স্থাপন, মানসম্মত সেবা প্রদানে কার্যক্রম গ্রহণ

এছাড়া, একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী ব্রডব্যান্ড পলিসি প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্রডব্যান্ড পলিসি-২০২২ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার মূল চাবিকাঠি হবে ডিজিটাল সংযোগ

আধুনিক সভ্যতার এই বিশ্বায়নের যুগে তথ্য প্রযুক্তির মহাসমারোহে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য পুত্র ও আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় টেলিযোগাযোগ খাত এক স্বর্ণালী সময় অতিক্রম করছে।

২০০৮ সালের নির্বাচনী অঙ্গীকারে রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করা হয়েছিল, যার মূল লক্ষ্য ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ডিজিটাল বাংলাদেশের পর ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা এ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহ এরই মধ্যে স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। আগামীতে প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ দেশই ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে।

ইতোমধ্যে টেলিযোগাযোগ খাতে দেশব্যাপী কানেক্টিভিটি চালু হয়েছে। নির্মিত হয়েছে শক্তিশালী টেলিযোগাযোগ সংযুক্তির পরিকাঠামো, বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, আবির্ভূত হয়েছে নতুন পরিষেবা/স্টার্ট-আপ। যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন ২০২১ অর্জনে এই সেক্টরগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ অর্জনে আরও বেশি মূল্যবান ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ থাকবে- ১) স্মার্ট নাগরিক ২) স্মার্ট অর্থনীতি ৩) স্মার্ট সরকার ৪) স্মার্ট সোসাইটি। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার মূল চাবিকাঠি হবে ডিজিটাল সংযোগ।

রূপকল্প ২০৪১ কে বাস্তবে পরিণত করতে 'বাংলাদেশ ২০২১-২০৪১ এর পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা' গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় তার দূরদর্শী পর্যালোচনায় এই রূপকল্পটি এখন স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৩০ সদস্যের "স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" গঠন করা হয়েছে। গৃহীত রূপকল্প বিবেচনায় স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের ৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। উক্ত টাস্কফোর্সে ৫জন মন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী, ৪ জন সংশ্লিষ্ট সচিব, বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) এর মহাপরিচালক, ৩ জন সরকারি তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক কোম্পানির প্রধান, ৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৩ জন প্রধান, ৬ জন বেসরকারি সংস্থার সভাপতি ও এটুআই এর পলিসি অ্যাডভাইজর রয়েছেন।

বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যার মধ্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাকে সাশ্রয়ী এবং বৈষম্যমুক্ত করতে ব্রডব্যান্ড পরিষেবার জন্য 'এক দেশ এক রেট' ট্যারিফ নির্ধারণ: গ্রাহক স্বার্থে নূন্যতম ৫, ১০ ও ২০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ এর জন্য মাসে যথাক্রমে ৫০০, ৮০০-১০০০, ১১০০-১২০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগের ফলে সারা দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গ্রাহক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোবাইল অপারেটরগুলো যাতে মানসম্মত সেবা প্রদান করতে পারে সে লক্ষ্যে বিটিআরসি বেশ কয়েকবার তরঙ্গ নিলামের আয়োজন করেছে। যার ফলে প্রতিটি মোবাইল অপারেটর এর অনুকূলে ২০২১ সালে পূর্বের নিলামের তুলনায় তরঙ্গ ১৬৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশে ২০০৮ সালে যেখানে মোবাইল সংযোগ সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৬০ লাখ, ২০২৩ সালের মার্চে এসে তা দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটি ৩৮ লাখ। ২০০৮ সালে যেখানে ইন্টারনেট গ্রাহক ছিল ৩৬ লাখ, ২০২৩ সালের একই সময়ে এসে তা দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৬১ লাখ। ২০০৮ সালে টেলি-ঘনত্ব ছিল ৩৪.৫%, মার্চ ২০২৩ এসে তা ১০৪.৮৮%। ২০০৮ সালে ইন্টারনেট ঘনত্ব ছিল ২.৫%, মার্চ ২০২৩ সালের মার্চে তা ৭১.১%। ২০০৮ সালে ফিক্সড ইন্টারনেট সাবস্ক্রাইবার ছিল ১২ হাজার , ২০২৩ সালের একই সময়ে তা ১২ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

এছাড়া, ২০০৮ সালে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ব্যবহার ছিল ৭.৫ জিবিপিএস, এপ্রিল ২০২৩ সালে এসে তা হয়েছে ৪,৫০০ জিবিপিএস। ২০০৮ সালে প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথের মূল্য ছিল ২৭,০০০ টাকা, ২০২৩ সালের মার্চ অবধি তা হয়েছে ২৮৫ টাকা। ২০০৮ সালে স্মার্টফোন ব্যবহারের হার ছিল ০.১%, মার্চ ২০২৩ সালে তা ৫২.৮৩%। এছাড়া, ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোবাইল ফিনান্সিয়াল সেবার নিবন্ধিত অ্যাকাউন্ট ১৯ কোটি ৭০ লাখ, যা ২০০৮ সালে ছিল শূণ্য।

২০১৭ সালের আগস্টে বিটিআরসি বাংলাদেশে মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদনের নির্দেশনা জারির মাধ্যমে ঐতিহাসিক দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই নির্দেশনার ফলস্বরূপ বাংলাদেশে মোবাইল হ্যান্ডসেট শিল্পের বিকাশ ঘটে। ২০১৬-২০১৭ সালে শতভাগ হ্যান্ডসেট ছিল আমদানি নির্ভর। জুলাই ২০২২-মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ৯৫ ভাগ হ্যান্ডসেট স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে সরবরাহ হয়ে থাকে। এই একক নীতিগত সিদ্ধান্ত ৩০,০০০ লোকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি পাঁচ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ দেশে এনেছে এবং বর্তমানে ১৬ লাইসেন্সধারীদের মধ্যে ১৫টি প্রতিষ্ঠান দেশে মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদন করছে, যাদের বছরে ৪০ মিলিয়নের বেশি হ্যান্ডসেট উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে।

বিটিআরসি ফাইবার অপটিক ক্যাবল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রাপ্যতা ও গুণমান নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৯ সালের জুনে অপটিকাল ফাইবারের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ১৪,৭৭৬ কিলোমিটার, সব মিলিয়ে সারাদেশে বর্তমানে ফাইবারের মোট পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার কিলোমিটার। একটি নন-ট্যাক্স সংগ্রহকারী সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও বিটিআরসি ক্রমাগতভাবে জাতীয় কোষাগারে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব যোগান দিচ্ছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছর থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিআরসি ৬৯,৫৫৭ (উনসত্তর হাজার পাঁচশত সাতান্ন) কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আধুনিকায়ন, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা পৌঁছানো এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিটিআরসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সময়োপযোগী নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়নের ফলে টেলিযোগাযোগ খাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রসার ও ব্যবহারের ফলে বেড়েছে মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান, জীবনমান ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি সাশ্রয় হচ্ছে সময় ও অর্থ।

টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ ২০১০ ও ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর কাউন্সিল সদস্য, ২০১৫ সালে আইটিইউ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আইসিটি ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ২০১৬ সালে আইটিইউ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্পের 'রিকগনিশন অব এক্সিলেন্স' অ্যাওয়ার্ড, ২০১৯ সালে আইটিইউ টেলিকম অ্যাওয়ার্ড এবং ২০২১ সালে উইটসা এমিনেন্ট পার্সন অ্যাওয়ার্ড ও সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম বা সিবিভিএমপি বাস্তবায়নের জন্য ডব্লিউএসআইএস অ্যাওয়ার্ড, ২০২২ সালে 'এক দেশ এক রেট' সেবার জন্য অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ এর রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি সেক্টরকে একে অপরের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট ইকোনমিকে সক্ষম করার জন্য স্মার্ট কানেক্টিভিটি এবং সঠিক অবকাঠামো প্রস্তুতে টেলিযোগাযোগ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একটি দেশ হিসাবে, বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে যে কীভাবে অধ্যবসায়ের সাথে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে এবং আমরা আত্মবিশ্বাসী যে বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ অর্জন করবে যা অনুসরণ করার জন্য আরেকটি বিশ্বব্যাপী উদাহরণ তৈরি হবে।

শ্যাম সুন্দর সিকদার
চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

মোবাইল ফোন উৎপাদনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ (১ম পৃষ্ঠার বাকী অংশ)

কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগ এ বিষয়ে মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান, রাজস্ব আহরণ ও তাদের স্থাপিত কারখানা হতে মানসম্পন্ন মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট তৈরি পর্যবেক্ষণ, দিক নির্দেশনা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যাবলীসমূহ দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের কমিশনার ও মহাপরিচালকের সার্বিক দিক-নির্দেশনায় দেশে "Made in Bangladesh" স্লোগান নিয়ে মোবাইলফোন তৈরি ও দেশীয় ব্র্যান্ড তৈরিতে সহযোগিতার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ০৬/০৪/২০২৩ তারিখে স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একদল কর্মকর্তা "ইস্মার্টু টেকনোলজি বিডি লিমিটেড" নামক এ-ক্যাটাগরির সাময়িক সনদ প্রাপ্ত মোবাইলফোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]

সংক্ষেপে

সুপ্রীম কোর্ট এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অভ্যন্তরে ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণে মোবাইল নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সকল মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর কর্তৃক যৌথভাবে IBS স্থাপন ও DAS শেয়ারিং সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের বিটিআরসি হতে ইতোপূর্বে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সার্বিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য বিটিআরসির তত্ত্বাবধানে, এমটবের ব্যবস্থাপনায় মোবাইল অপারেটরদের দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

(১ম পৃষ্ঠার বাকী অংশ)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের অভ্যন্তরে মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ

সে প্রেক্ষিতে সংসদ ভবনে আগত সকলের মানসম্মত মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটর, বিটিআরসি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের অংশগ্রহণে গত ২০/০৩/২০২৩ খ্রিঃ-এ একটি সভা আয়োজিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের অভ্যন্তরে টেলিটক কর্তৃক ইতোপূর্বে স্থাপিত In Building Solution (IBS)-এর Distributed Antenna System (DAS) অন্যান্য সকল মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর কর্তৃক শেয়ারিং এর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

প্রশাসন বিভাগ

ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ সভা

এপিএ এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম

প্রশাসন বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ বিষয়ক সম্পাদিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা এর গ্রাফিকাল চার্ট।

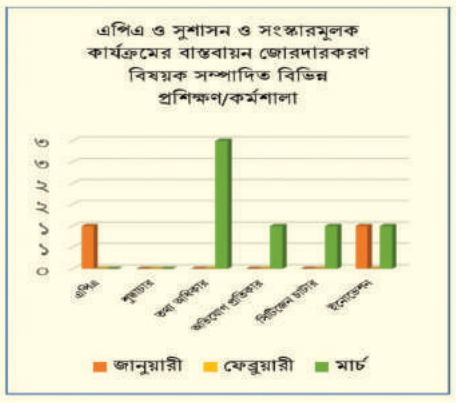

তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

"তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯" অনুযায়ী বিটিআরসি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপসচিব জনাব এস. এম. তারিক। এ সময় কমিশনের সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ নাসিম পারভেজ সহ বিটিআরসি'র অন্যান্য কমকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে ৩ (তিন) টি গ্রুপে কমিশনের সকল বিভাগের মোট ৮৪ (চুরাশি) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের সাথে ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন

টিকটকঃ গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে মহাপরিচালক, সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও টিকটকের দক্ষিণ এশিয়ার পাবলিক পলিসি বিষয়ক লিড এর সাথে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় টিকটকের প্ল্যাটফর্ম হতে আপত্তিকর কনটেন্ট অপসারণ, একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান-প্রদান এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এছাড়া, আগামী জাতীয় নির্বাচনের বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিকটক তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবহারকারীদের জন্য সচেতনামূলক কর্মসূচি আয়োজনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

টুইটারঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম Zoom এ মহাপরিচালক (এসএস) মহোদয় এর সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও Twitter এর Global Government Affairs প্রতিনিধির মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় টুইটার প্ল্যাটফর্ম হতে আপত্তিকর লিংক/কনটেন্ট অপসারণের হার বৃদ্ধির বিষয়ে টুইটার প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে টুইটার তাদের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করে। এছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের তদন্ত কাজে সহযোগিতার ক্ষেত্রে টুইটারের কন্টাক্ট পয়েন্টের ই-মেইল এড্রেস প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

Facebook (META) এবং Google (YouTube) এর সাথে কর্মশালা ও সমন্বয় সভা আয়োজন

ফেসবুকঃ গত ১৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এর সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও মেটা (ফেসবুক) এর দক্ষিণ-এশিয়ার Public Policy প্রতিনিধি দলের সাথে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমে ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে যাতে ফেসবুক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গুজব ও মিথ্যা তথ্যের অপপ্রচার করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফেসবুককে প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, আর্থিক জালিয়াতির সাথে জড়িত বিভিন্ন ভুয়া ই-কমার্স সাইটের ফেসবুক পেইজ এবং অনলাইন বেটিং বা জুয়া খেলা সংক্রান্ত বিটিআরসি'র রিপোর্টকৃত লিংকসমূহ দ্রুততার সাথে ফেসবুক প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসারণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

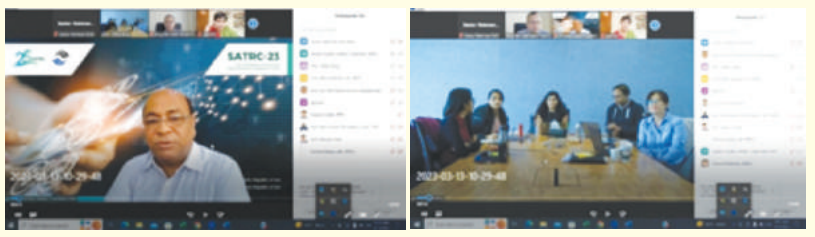

চিত্রঃ বিটিআরসি ও ফেসবুক/মেটার মধ্যে অনুষ্ঠিত অনলাইন সভা

ইউটিউবঃ গত ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে মহাপরিচালক, সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস এর সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও গুগল প্রতিনিধির সাথে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুম-এ ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউটিউবের কার্যকরী রিপোর্টিং প্রক্রিয়া এবং তদন্তের স্বার্থে ইউটিউব/গুগল ব্যবহারকারীর তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের জন্য ইউটিউব কর্তৃক একটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চিত্রঃ বিটিআরসি ও ইউটিউবের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]

সাশ্রয়ী মূল্যে স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২২ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে দেশের ব্রডব্যান্ড সেবায় মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সাশ্রয়ে স্মার্ট ডিভাইস প্রাপ্তি তথা স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইন্টারনেট সক্ষম পরিষেবার বিষয়ে একটি পরামর্শমূলক কর্মশালার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ

কমিশন (বিটিআরসি)। বিটিআরসির প্রধান সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। বিটিআরসির চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে এতে বিশেষে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান। কর্মশালায় জানানো হয় যে, বিটিআরসি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, এসপায়ার টু ইনোভেট (a2i) এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় বাংলাদেশের জন্য সময়োপযোগী জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে বিটিআরসির লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের কমিশনার আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন বলেন, একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের যুগে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা অনেক বেড়েছে।

পরবর্তীতে সাশ্রয়ী মূল্যে স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে করণীয় বিষয়ে উপস্থাপনায় বিটিআরসির সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ নাসিম পারভেজ বলেন, বর্তমানে দেশের প্রতিটি খাতেই ডিজিটাল রূপান্তর হচ্ছে। বর্তমানে ১৫ টি কারখানায় স্থানীয়ভাবে মোবাইল

হ্যান্ডসেট উৎপাদিত হচ্ছে যার বাৎসরিক বাজার মূল্য ১৫ হাজার কোটি টাকা। এর মাধ্যমে ১ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে বলে তিনি জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান বলেন, সুলভে স্মার্ট ডিভাইস উৎপাদনের পাশাপাশি উক্ত ডিভাইস সকল শ্রেণী পেশার মানুষ ব্যবহারের সুযোগের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেন, মোবাইল ডেটার মেয়াদ বেধে দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। তিনি মোবাইল ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও ব্রডব্যান্ডের মত 'এক দেশ এক রেট' চালুর উদ্যোগ নিতে বিটিআরসির প্রতি আহবান জানান।

বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার তাঁর বক্তব্যে বলেন, গ্রাহকদের কিস্তিতে মোবাইল ডিভাইস প্রদানে মোবাইল অপারেটরদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রান্তিক মানুষ সহজেই যাতে ডিজিটাল কানেক্টিভিটির সাথে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে সেজন্য মোবাইল অপারটেরদেরকে সুলভ মূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের আহবান জানান তিনি।

প্রধান টেলিকম অতিথির বক্তব্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মাহবুব উল আলম বলেন, ২০০৯ সালে প্রণীত ব্রডব্যান্ড পলিসিতে স্বপমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অনেকগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

সভাপতির বক্তব্যে বিটিআরসি'র অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের কমিশনার অধ্যাপক ড. মুশফিক মান্নান চৌধুরী বলেন, পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহ ইন্ড্রাস্টির সাথে অ্যাকাডেমিয়ার লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে থাকে।

তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের উল্লেখ রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য অধিকার বিষয়ে ০৩ (তিন) টি প্রশিক্ষণ যথাক্রমে ১৩, ২০ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে কমিশনের সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ নাসিম পারভেজ, এনডিসি, (এএফডব্লিউসি), পিএসসি প্রধান প্রশিক্ষক এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এর উপসচিব (টেলিকম) ও তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা জনাব এস. এম. তারিক প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে ৩ (তিন) টি গ্রুপে কমিশনের সকল বিভাগের মোট ৮৪ (চুরাশি) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ইন্টারনেটকে শিশুদের জন্য নিরাপদ করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতন করতে বিটিআরসি ও সিসিমপুর যৌথভাবে 'প্যারেন্টাল ম্যানুয়াল' প্রকাশ

ইন্টারনেটকে শিশুদের জন্য নিরাপদ করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতন করতে যৌথভাবে কাজ করছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ও সিসিমপুর। ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আগে থেকেই প্যারেন্টাল গাইডলাইন বাধ্যতামূলক করেছিল বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এবার সিসিমপুরের সঙ্গে যৌথভাবে 'প্যারেন্টাল ম্যানুয়াল' প্রকাশ করেছে বিটিআরসি। বিগত ১৭ ফেব্রুয়ারি অমর একুশে বইমেলা-২০২৩ এ শিশু চত্বরের সিসিমপুর কিডস কর্নার মঞ্চে অভিভাবকদের জন্য এই নির্দেশিকার উদ্বোধন করেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) শ্যাম সুন্দর সিকদার। শিশুদের জন্য ইন্টারনেটে ঝুঁকির নানা দিক চিহ্নিত করার পাশাপাশি অভিভাবকেরা কীভাবে এসব বিষয় থেকে সন্তানদের নিরাপদে রাখবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে দেশের বিভিন্ন স্কুলে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এটি প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকাশিত প্যারেন্টাল ম্যানুয়ালটি বিটিআরসির ওয়েবসাইট ও সিসিমপুরের অ্যাপেও পাওয়া যাবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা, ২০২৩ এ বিটিআরসির স্টলে লটারির মাধ্যমে চারটি অপারেটরের মোট ১০০ টি Cherish/Golden নম্বর বিতরণ

গত ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারি তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত মেলায় বিটিআরসির স্টলে দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে লটারীর মাধ্যমে ০৪ টি অপারেটরের মোট ১০০ টি Cherish/ Golden নম্বর নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে গ্রাহকদের সাময়িকভাবে বরাদ্দ করা হয়। মোট তিন দিনে লটারির মাধ্যমে সাময়িকভাবে বরাদ্দকৃত Cherish/ Golden নম্বরের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

অপারেটর	২৬/০১/২০২৩	২৭/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩
গ্রামীণফোন লিমিটেড	১৩	১৩	১৮
রবি অজিয়াটা লিমিটেড	০৯	০৯	১২
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড	০৭	০৭	৮
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	০১	০১	২
মোট	৩০	৩০	৪০

পরবর্তীতে, বিজয়ীদের NID যাচাই বাছাই পূর্বক গোল্ডেন নম্বর বরাদ্দকরণের নীতিমালা অনুযায়ী গত ১১/০২/২০২৩ তারিখে গ্রামীণফোন লিমিটেডের ৪৪ (চুয়াল্লিশ) টি, রবি অজিয়াটা লিমিটেডের ৩০ (ত্রিশ) টি, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেডের ২১ (একুশ) টি এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ০৪ (চার) টি Cherish/ Golden নম্বর বিজয়ী গ্রাহকদের বরাদ্দের অনুমোদন প্রদান করা হয়। অপারেটরসমূহ বিজয়ী গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে উক্ত নম্বরসমূহ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

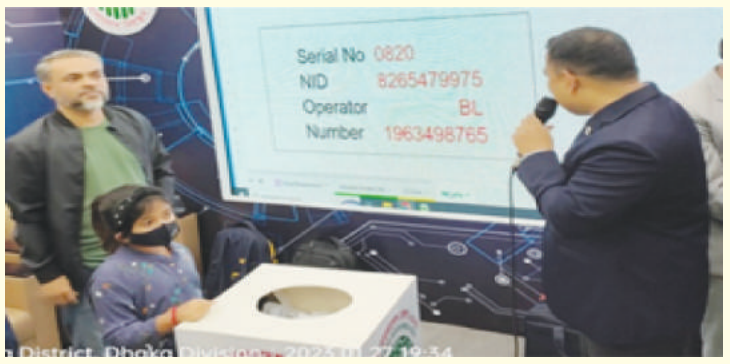

স্টলে লটারির মাধ্যমে মোট ১০০ টি Cherish/Golden নম্বর বিরতণ প্রক্রিয়ার একাংশ

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ

টেলিকম মনিটরিং সিস্টেমের অপারেশনাল বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

টেলিকম মনিটরিং সিস্টেমের অপারেশনাল দক্ষতা অর্জন বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে গ্রুপ ছবি

টেলিযোগাযোগ খাতের নিরাপত্তা, জবাবদিহিতা ও লাইসেন্সধারী অপারেটরদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিটিআরসিতে একটি স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল ব্যবস্থা (টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম - TMS) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে টেলিকম মনিটরিং সিস্টেমের অপারেশনাল বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য গত মার্চ-২০২৩ এ টিকেসি টেলিকম, কানাডা কর্তৃক কানাডার মন্ট্রিলে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে বিটিআরসি হতে ০৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে এবং টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম এর অপারেশন কার্যক্রম TMS Architecture, Mobile Communication Technologies, 5G Technology, Optical Fiber & Microwave communication, CDR Principle & Specifications, Different CDR Analysis Technique, QoS, Big Data analysis, Big Data on Telecom Sector ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]

বিটিআরসিতে সাইবার জগতে বাংলা ভাষার সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক দুইদিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আয়োজনটিতে Universal Acceptance Steering Group (UASG), ICANN, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা এবং কৌশল সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করা হয়। Universal Acceptance বা সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার বাস্তবিক প্রায়োগিক ও প্রযুক্তিগত দিক রয়েছে যার ফলে যেকোন স্ক্রিপ্ট, ভাষা বা অক্ষর নির্বিশেষে ইন্টারনেট জগতের সকল ডোমেনের নাম এবং ই-মেইল ঠিকানা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন, ডিভাইস এবং সিস্টেমের মাধমে এর ব্যবহার উপযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও ই-মেইল অ্যাড্রেস ইন্টারন্যাশনালাইজেশন (EAI) স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে ই-মেইল এর ক্ষেত্রেও দেশীয় ভাষা ও স্ক্রিপ্ট ব্যবহারের সুযোগ অবারিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার, সম্মানিত অতিথি হিসেবে জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি, সভাপতি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান উপস্থিত ছিলেন। জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), বিটিআরসি অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন।

গ্রামীণফোন লিঃ কর্তৃক সিম বিক্রয় বন্ধ প্রত্যাহার সংক্রান্ত সভা

গত ২৯ জুন, ২০২৩ খ্রিঃ-এ গ্রামীণফোন লিঃ-এর সিম বিক্রয় বন্ধের একটি নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে গত ০২/০১/২০২৩ খ্রিঃ-এ উক্ত নিষেধাজ্ঞা শর্তসাপেক্ষে প্রত্যাহার করে একটি নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন সংক্রান্ত একটি সভা গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত হয়।

সভার অনুষ্ঠানের চিত্র

EMF Radiation এর মাত্রা পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

সাম্প্রতিককালে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি থেকে নিঃসৃত রেডিয়েশনের প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন অপব্যাখ্যা ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে দেশের অনেক স্থানে মোবাইল টাওয়ার স্থাপনা বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে এসকল এলাকার জনগণ মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত ১৭, ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী, রামপুরা, খিলগাঁও, বাড্ডা ও বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকায় স্থাপিত মোবাইল ফোন টাওয়ার হতে নিঃসৃত EMF Radiation এর মাত্রা পরিবীক্ষণ করা হয়।

নতুন সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবর্গের সাথে আলোচনা সভা

গত ২০ মার্চ, ২০২৩ ইং তারিখে বিটিআরসি'র প্রধান সভাকক্ষে কমিশনের ইএন্ডও বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ এহসানুল কবীর এর সভাপতিত্বে নতুন সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স প্রাপ্ত ০৩ (তিন) টি অপারেটর Summit Communications Ltd., CdNet Communications Ltd. Ges Metacore Subcom Ltd. এর সাথে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নতুন Data Information System (DIS) এর মাধ্যমে বিভিন্ন অপারেটরের অপারেশনাল তথ্য সংগ্রহ

কমিশন হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত সকল International Long Distance Cable (ILDC), International Internet. Gateway (IIG), Internet Service Provider প্রতিষ্ঠানের অপারেশনাল কার্যাবলীর তথ্যাদি কমিশনের (ইএন্ডও) বিভাগে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদ এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। এর প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালে একটি Data Information System (DIS) প্রস্তুত করে বিটিআরসি'র ওয়েব সার্ভারের (www.btrc.gov.bd/dis) সাথে সংযুক্ত করা হয়।

DIS সিস্টেমে নিয়মিত তথ্য প্রদানকারী লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও তাদের সেবা গ্রহীতা বৃদ্ধির ফলে DIS এ দিন দিন ডাটা ভলিউম বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সিস্টেমের কারিগরি ত্রুটির ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অপারেশনাল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদ এবং পর্যালোচনা কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়।

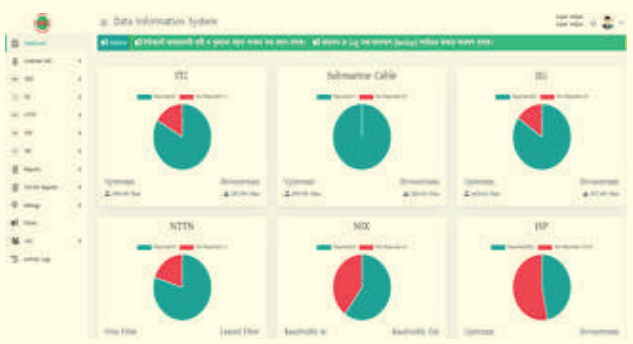

ছবিঃ Data Information System (DIS)

এর প্রেক্ষিতে DIS সিস্টেমের সফটওয়্যারে সাইবার নিরাপত্তা, ডাটা ব্যাকআপসহ কিছু কিছু বিষয় পরিবর্তন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন ও সংযোজন করার প্রয়োজন হয়।

পরবর্তীতে গত ১৬-০৫-২০২২খ্রিঃ তারিখে Global Brand Pvt. Ltd. এর সাথে নতুন DIS সিস্টেম (হার্ডওয়্যার ও সিস্টেম সফটওয়্যারসহ) প্রস্তুত করার জন্য চুক্তি করা হয়। Global Brand Pvt. Ltd. ইতোমধ্যে নতুন DIS সিস্টেম স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং সিস্টেমটি বর্তমানে চালু অবস্থায় রয়েছে। নতুন DIS পোর্টালের মধ্যমে ISP, IIG, Submarine Cable, ITC, NIX এবং NTTN অপারেটরসমূহের মাসিক অপারেশনাল তথ্যাদি গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

মোবাইল অপারেটরদের সেবার মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে ক্রয়কৃত কোয়ালিটি অব সার্ভিস বেঞ্চমার্কিং সিস্টেমের উপর প্রশিক্ষণ সম্পাদন

মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্কের গুনগত মান পরিবীক্ষেণের লক্ষ্যে Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG হতে কোয়ালিটি অব সার্ভিস বেঞ্চমার্কিং সিস্টেম ক্রয় করা হয় যা বিটিআরসি'র প্রধান কার্যালয়ে ইনষ্টলেশন, কনফিগারেশন ও টেষ্ট এন্ড-ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে। ক্রয় চুক্তির আওতায় কোয়ালিটি অব সার্ভিস বেঞ্চমার্কিং সিস্টেম-এর বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি দক্ষতা অর্জন ও উক্ত সিস্টেম ব্যবহার করে ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য গত ২০ ফেব্রুয়ারি-০৩ মার্চ, ২০২৩ সময়ে জার্মানির মিউনিখে অবস্থিত Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG এর প্রধান কার্যালয়ে প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষনে বিটিআরসি'র আট জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

চিত্রঃ কোয়ালিটি অব সার্ভিস বেঞ্চমার্কিং সিস্টেমের উপর জার্মানির মিউনিখে অয়োজিত প্রশিক্ষণ।

বাংলাদেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেল MRT Line-1 এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মানসম্মত মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ

ঢাকা ম্যাস-ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশের প্রথম পাতাল রেল MRT Line-1 এর নির্মাণ কাজ গত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিঃ বৃহস্পতিবার নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচল নতুন প্রকল্পের সেক্টর-৪, সড়ক-১০৪, জনতা উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন রাজউকের কমার্শিয়াল প্লট মাঠে শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সভাস্থল ও আশেপাশের এলাকায় মোবাইল অপারেটর কর্তৃক মানসম্মত মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করতঃ বিটিআরসি হতে নির্দেশনাপত্র জারি করা হয়। এছাড়া, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নকরণের নিমিত্ত গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ইএন্ডও বিভাগের উপ-পরিচালক এর নেতৃত্বে সকল মোবাইল অপারেটরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]

স্পেকট্রাম বিভাগ

টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোম্পানি পরিদর্শন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) হতে জে আর রিসাইক্লিং সলিউশনস্ লিমিটেড এর অফিস স্থাপনা ও চলমান কার্যক্রম এর উপর গত ২১ শে মার্চ এ একটি উচ্চ পর্যায়ের বিটিআরসির পরিদর্শক দল পরিদর্শন সম্পন্ন করেন।

পরিদর্শনকালে উক্ত দলটি ই-বর্জ্য ব্যাবস্থাপনার উপর বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। বিশেষ করে ই-বর্জ্য ডীসমেন্টাল, সেগ্রিগেশন, সেপারেশন কিভাবে পরিবেশ বান্ধবভাবে করতে হয় তার উপর এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

উক্ত দিক নির্দেশনার আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করে জে আর রিসাইক্লিং সলিউশনস্ লিমিটেড তাদের আগামী কার্যক্রমকে আরও উন্নত, টেকসই, লাভজনক, পরিবেশ বান্ধব ও বেগবান করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

একই তারিখে NH Enterprise নামক আরেকটি ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানির অফিস পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত দেশে টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করে যাচ্ছে নিরলস ভাবে। ই-বর্জ্য ডীসমেন্টাল, সেগ্রিগেশন, সেপারেশন সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে এই সেক্টরে আরো সুন্দরভাবে কাজ করার জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সকলের নিকট আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

চিত্রঃ টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোম্পানি পরিদর্শন-১

চিত্রঃ টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোম্পানি পরিদর্শন-২

রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলাসমূহের আন্তর্জাতিক সীমানার নিকটবর্তী স্থানে ২৫০০ মেঃ হাঃ ব্যান্ডে মোবাইল নেটওয়ার্ক এর উপস্থিতি নির্ণয় ও বিদ্যমান ক্রসবর্ডার ইন্টারফেয়ারেন্স নিরসনের লক্ষ্যে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

গ্রামীণফোন লিঃ, রবি আজিয়াটা লিঃ এবং বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিঃ কর্তৃক রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলাতে কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গে (২৫০০ মেঃ হাঃ ব্যান্ড) মোবাইল নেটওয়ার্ক ট্রায়ালে তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে অভিযোগ জানানো হয়, এপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের অন্তর্গত রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, এবং লালমনিরহাট জেলার আন্তর্জাতিক সীমানার নিকটবর্তী এলাকায় কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগ কর্তৃক গত ১৮ হতে ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস Narda IDA-2 হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ এবং আগত সিগন্যাল এর ক্রস পয়েন্ট অনুযায়ী ভারতের মোবাইল নেটওয়ার্ক এর উপস্থিতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের মোবাইল নেটওয়ার্ক এর উপস্থিতি উক্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কারণ মর্মে প্রতীয়মান হয়।

পরবর্তীতে বর্ণিত এলাকায় ক্রস বর্ডার ইন্টারফেয়ারেন্স সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এবং ভারতের সমস্ত মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক ভারতের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়ে ভারতের টেলিকম রেগুলেটরি অথোরিটি ও ভারতের টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ছবি: ক্রসবর্ডার ইন্টারফেয়ারেন্স নিরসনের লক্ষ্যে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ

লিগ্যাল শাখা

কমিশনের লিগ্যাল শাখা কর্তৃক আইন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করাসহ দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীমকোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা এবং কমিশনের নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত সমাপ্তীয়ান্তে বিজ্ঞ আদালতের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পরিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত যাচিত আইনগত মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে। তৎপ্রেক্ষিতে, গত তিন মাসের (জানুয়ারি-মার্চ),২০২৩ কমিশনের লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্স বিভাগের লিগ্যাল শাখা সংশ্লিষ্ট প্রকাশযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও অর্জনের সারসংক্ষেপঃ

১। বিটিআরসি'র দায়েরকৃত তদন্তাধীন মামলার মধ্যে বিগত তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) কমিশনের তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত সমাপ্তীয়ান্তে ০৯ (নয়) টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে।

২। কমিশনের লিগ্যাল শাখার কর্মকর্তা কর্তৃক বিশেষতঃ অর্থ আদায় সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিজ্ঞ আদালতে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ, লিখিত জবাব দাখিল এবং অন্যান্য মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩। কমিশনের লিগ্যাল শাখার কর্মকর্তাগণের Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) GADR বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

৪। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ল' ফার্ম Foley Hoag LLP এর প্রতিনিধির সাথে ওয়ার্ল্ডটেল বাংলাদেশ লি: এর শেয়ার হোল্ডার নাঈম এ. চৌধুরী কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, গত ১৮ মে, ২০২৩ খ্রি. তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞ জেলা আদালত মামলাটি চূড়ান্তভাবে খারিজ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এর ফলে জেলা আদালতে চলমান এই মামলাটি সব পক্ষের জন্য নিষ্পত্তি হয়েছে।

ছবিঃ বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক দেশের তিন মোবাইল অপারেটরকে বিভিন্ন ফি ও মূল্য সংযোজন কর বাবদ প্রায় ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) কোটি টাকা বিটিআরসি বরাবর পরিশোধের আদেশ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন।

লাইসেন্সিং শাখা

লাইসেন্স সংখ্যা

অত্র কমিশন ২৭ টি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন মেয়াদে লাইসেন্স প্রদান করে। মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত কমিশন হতে প্রদত্ত ৩৪১২ টি লাইসেন্স বিদ্যমান রয়েছে। ন্যাশনওয়াইড, ডিভিশনাল, ডিস্ট্রিক্ট এবং উপজেলা/থানা ক্যাটাগরির ভিত্তিতে নতুন আইএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আইএসপি লাইসেন্সিং গাইডলাইন জারির পর কনভার্সনসহ ন্যাশনওয়াইড, ডিভিশনাল, ডিস্ট্রিক্ট এবং উপজেলা/থানা সর্বমোট ২৮৭১ টি আইএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রমের সচিত্র বিবরণ

কমিশনের লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের কমিশনার, মহাপরিচালক (লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং), পরিচালক (লিগ্যাল) এবং পরিচালক (লাইসেন্সিং) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে M&H Telecom Ltd., Getco Telecommunications Ltd. এর প্রতিনিধির নিকট তাদের ICX এবং Mango Teleservices Ltd. এর প্রতিনিধির নিকট তাদের IIG লাইসেন্সের নবায়ন হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া, Bangla Trac Communications Ltd., Novotel Ltd. এবং Mir Telecom Ltd. এর প্রতিনিধিদের নিকট তাদের IGW লাইসেন্সের নবায়ন হস্তান্তর করা হয়।

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০১ দ্বারা সৃষ্ট বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে সরকারের পক্ষে সর্বোচ্চ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আহরণ করে আসছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩ এ কমিশন ৬৩৮.৫১ (ছয়শত আটত্রিশ কোটি একান্ন লক্ষ) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে। বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি)-এর আওতাধীন ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত নিরীক্ষা দল বিগত ০৫/০৩/২০২৩ খ্রিঃ হতে ৩০/০৩/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত বিটিআরসি'র ২০২১-২২ অর্থ বছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের রাজস্ব শাখা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অপারেটরদের সাথে সঠিক রেভিনিউ এর পরিমান নির্ধারণ, বকেয়া রেভিনিউ আদায় ও হিসাবের সঠিকতা নিরূপণের জন্য আলাদা করে সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় প্রত্যেক লাইসেন্সধারী/অপারেটরদের আয়-ব্যয় সম্বলিত অডিট রির্পোট দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়,যা অত্র কমিশনের রাজস্ব আদায়ের জন্য সহায়ক।

চিত্রঃ বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি)-এর নিরীক্ষা দলের কার্যক্রম।

এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট

কমিশনের এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট হতে বিভিন্ন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত পরিদর্শনের বিবরণ (১ জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ, ২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত):

লাইসেন্সের ক্যাটাগরি	পরিদর্শনের সংখ্যা	লাইসেন্সের ক্যাটাগরি	পরিদর্শনের সংখ্যা
টিভ্যাস (TVAS)	০৩টি	আইআইজি (IIG)	১২ টি
মোবাইল অপারেটর	০৩টি	কলসেন্টার (Call-Center)	০৭ টি
আইএসপি (ISP)	২২টি	এনটিটিএন	০১ টি

জরিমানার বিবরণঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিবিধান, সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনস ও লাইসেন্সের শর্ত এবং কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে কমিশন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং পূর্বের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় গত ০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে ISP লাইসেন্সপ্রাপ্ত ০১টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা, আইপিটিএসপি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা এবং কল সেন্টার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ০১ টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়।

বিটিআরসি'র অনুমোদনহীন, নকল ও সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট/ওয়াকি-টকি/জ্যামার/বুস্টার/রিপিটার/ডিটিএইচ সরবরাহ/বিক্রয়/অবৈধ ভিওআইপি প্রতিহত করার লক্ষ্যে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের বিবরণ (১ জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ, ২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত):

পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	জব্দকৃত মালামাল	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	ধৃত আসামীর সংখ্যা
০৬টি	১২ টি ওয়াকি-টকি, ৮৭ টি সেট টপ বক্স, ৪২টি এলএনবি এবং TATA Sky Antena ০৩টি	০৫টি	০৭ জন

নিয়মিত অভিযানের সচিত্র বিবরণ

ছবি: অনুমোদনহীন, নকল ও রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ ডিটিএইচ সরবরাহ/বিক্রয়ের বিরুদ্ধে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক কুষ্টিয়া ও খুলনায় পরিচালিত অভিযান

ছবি : কুমিল্লা ও সিলেটে অবৈধ আইএসপি'র বিরুদ্ধে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রম

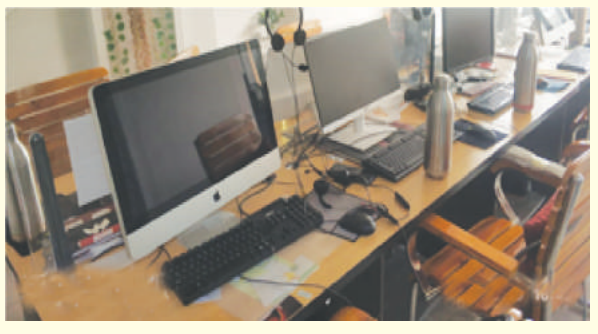

ছবি : সিলেটে অবৈধ কল সেন্টার এর বিরুদ্ধে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত অভিযান।

মোবাইল অপারেটর কর্তৃক অবৈধভাবে Optical Fiber Cable/Wired Transmission Network স্থাপনের মাধ্যমে Telecommunication Transmission Network বিস্তারের বিষয়ে সরজমিনে পরিদর্শন গত ২০-০৩-২০২৩ হতে ২২-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ-বগুড়া মহাসড়ক পার্শস্থ বিভিন্ন স্থানে মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক অবৈধভাবে Optical Fiber Cable/Wired Transmission Network স্থাপনের বিষয়ে

বিটিআরসি'র শ্রেষ্ঠ কর্মচারি (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩)

কমিশনের দৈনন্দিন কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ১১-১৬তম এবং ১৭-২০তম গ্রেডের কর্মচারিদের "ত্রৈমাসিক কর্মমূল্যায়ন" পর্যালোচনা সাপেক্ষে ০২ (দুই) জনকে সেরা কর্মচারি হিসেবে নির্বাচন করা হয়। কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগের কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামকে (১১-১৬তম গ্রেড) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগের অফিস সহায়ক জনাব মোঃ ইউসুফ আলীকে (১৭-২০তম গ্রেড) জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩ এর সেরা কর্মচারি হিসেবে মনোনীত করা হয়।

নাম : জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
পদবী : কম্পিউটার অপারেটর
বিভাগ : স্পেকট্রাম

নাম : জনাব মোঃ ইউসুফ আলী
পদবী : অফিস সহায়ক
বিভাগ : ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]

টুকরো খবর

ড.দীনেশ চন্দ্র সেন গবেষণা পরিষদ, ঢাকা ও আচার্য দীনেশ চন্দ্র রিসার্স সোসাইটি, ভারতের যৌথ উদ্যোগে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন স্মৃতি স্বর্ণপদক এবং জাতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পুওর (ডিওআরআরপি) কর্তৃক বিজয় বন্ধু' সম্মাননা অর্জন করায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার মহোদয়কে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর পক্ষ থেকে কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ সংবর্ধনা প্রদান করেন। বিটিআরসি'র প্রধান সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার।

বিটিআরসি'র প্রয়াত অফিস সহায়ক মোঃ সহীদুর রহমান এর স্ত্রীর হাতে অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার। এসময় কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, কমিশনারগণসহ অন্যান্য উধ্বর্তন কমর্কতাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে রাজধানীর জিপিও মিলনায়তনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান-এর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার প্রধান অতিথি, বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার মুখ্য আলোচক এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বিটিআরসির নবযোগদানকৃত মহাপরিচালক এবং সরকারের যুগ্মসচিব জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন মহোদয়কে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এর ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। এ সময় বিটিআরসি সচিব জনাব মোঃ নূরুল হাফিজ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার, বিটিআরসির চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান। এ সময় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের প্রধানগণসহ উধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩" উদযাপন উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর মগবাজারে বিটিসিএল আইডিয়াল স্কুল প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারে বিটিআরসি'র পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর পক্ষ থেকে কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের নেতৃত্বে শহীদদের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসি'র ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের কমিশনার আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের কমিশনার ড. মুশফিক মান্নান চৌধুরী, প্রশাসন বিভাগের মহাপরিচালক মোঃ দেলোয়ার হোসাইনসহ বিটিআরসির উধ্বর্তন কর্মকর্তারা।

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনায় : জনাব মোঃ নূরুল হাফিজ, সচিব, বিটিআরসি
সহ-সম্পাদনা : জনাব মোঃ জাকির হোসেন খাঁন, উপ-পরিচালক, বিটিআরসি
আলোকচিত্র ও ডিজাইন : জনাব এমরান হোসেন গাজী, আলোকচিত্রী, বিটিআরসি
প্লট নং-ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা : জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।
উপদেষ্টামন্ডলী : প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, ভাইস-চেয়ারম্যান, বিটিআরসি।
জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, কমিশনার, বিটিআরসি।
প্রকৌশলী শেখ রিয়াজ আহমেদ, কমিশনার, বিটিআরসি।
ড. মুশফিক মান্নান চৌধুরী, কমিশনার, বিটিআরসি।